গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
টোল ও এক্সেল শাখা
www.rthd.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ/১২ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নং-৩৫.০০.০০০০.০৩০.১৫.০১৪.১৭-১৪০ সরকার ২৪ জুন ২০২৪/১০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ তারিখে 'টোল নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)' অনুমোদন করেছে।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নীতিমালা ০১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব

টোল নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)

দেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরি, টানেল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যয়বহুল, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ, সংস্কার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থ যোগানের নিমিত্ত সড়ক এবং সড়ক অবকাঠামোর উপর টোল আরোপ করা হয়। টোল হতে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

এ প্রেক্ষাপটে সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত টোল হার নির্ধারণের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**

২.১ এ নীতিমালা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের টোল নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত) নামে অভিহিত হবে;

২.২ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর করবে; এবং

২.৩ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সংযুক্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন এক্সপ্রেসওয়ে/গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, সীমান্ত মহাসড়ক, জেলা মহাসড়ক, টোল সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরি, টানেল ও ঘোষিত অন্যান্য স্থাপনা এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩। **সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

(১) **"টোল"** অর্থ টোল আইন ১৮৫১ এ টোল বলিতে যে অর্থ বা অভিব্যক্তি বুঝাইছে তাহা বুঝাইবে;

(২) **"অধিদপ্তর"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(৩) **"প্রধান প্রকৌশলী"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী;

(৪) **"গুরুত্বপূর্ণ সড়ক"** অর্থ অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত গুরুত্ব, ট্রাফিক সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন শ্রেণির সড়ক;

(৫) **"এক্সপ্রেসওয়ে"** অর্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য যানবাহনের প্রবেশধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক;

(৬) **"জাতীয় মহাসড়ক"** অর্থ বিভাগীয় সদর, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, প্রধান নদীবন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপোসমূহকে ঢাকার সঙ্গে সংযোগকারী অথবা এক বিভাগীয় সদরের সহিত অন্য বিভাগীয় সদরের সংযোগকারী সড়ক এবং বিভাগীয় সদরকে বেষ্টনকারী সার্কুলার রিং রোডসমূহ;

(৭) **"আঞ্চলিক মহাসড়ক"** অর্থ জাতীয় মহাসড়ক দ্বারা সংযুক্ত নহে এমন মহাসড়কসমূহ, যাহা বিভাগীয় সদরের সহিত জেলা সদরসমূহ অথবা জেলা সদরসমূহকে পরস্পরের সহিত এবং নদী বা স্থলবন্দরের সহিত সংযুক্ত করে; দুটি জাতীয় অথবা আঞ্চলিক মহাসড়ককে সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, জেলা সদরকে বেষ্টনকারী সার্কুলার রিং রোডসমূহ এবং সমুদ্রতটের সমান্তরালে নির্মিত পর্যটন উপযোগী মেরিন-ড্রাইভ সড়কও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) **"জেলা মহাসড়ক"** অর্থ মহাসড়কসমূহ, যাহা পার্শ্ববতী জেলা সদরের সহিত উপজেলা/থানা সদরের সংযোগ স্থাপন করে, একটি উপজেলা অথবা থানা সদরের সহিত পার্শ্ববর্তী উপজেলা অথবা থানা সদরের একক প্রধান সংযোগ স্থাপন করে, একটি উপজেলা অথবা থানা সদরের সহিত জাতীয় মহাসড়ক/আঞ্চলিক মহাসড়কের একক প্রধান সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ যেমন হেরিটেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক, পর্যটন, ঐতিহাসিক স্থান এবং অন্যান্য জাতীয় গুরুত্ব বহনকারী স্থানসমূহের সহিত জাতীয় মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক মহাসড়ক অথবা জেলা সদরের সংযোগ স্থাপন করে;

(৯) **"সীমান্ত মহাসড়ক"** অর্থ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক স্থল সীমানার সমান্তরাল এবং সন্নিকটবর্তী সড়ক, যা সরকার কর্তৃক সীমান্ত সড়ক হিসেবে চিহ্নিত;

(১০) **"সেতু"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন স্থায়ী সেতু;

(১১) **"উড়ালসেতু"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন উড়ালসেতু (ফ্লাইওভার/ওভারপাস);

(১২) **"ফেরি"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ফেরি;

(১৩) **"টানেল"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন টানেল;

(১৪) **"ঘোষিত স্থাপনা"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে কোন স্থাপনা;

(১৫) **"অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)"** অর্থ নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত সর্বনিম্ন ফি'র ভিত্তিতে টোল আদায়ের পদ্ধতি;

(১৬) **"তহবিল"** অর্থ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩' এর ১২ (১) উপ-ধারা এর অধীন গঠিত তহবিল; **বিলুপ্ত**

(১৭) **"ইজারা"** অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উদ্ধৃত সর্বোচ্চ মূল্যে টোল আদায়ের পদ্ধতি;

(১৮) **"বিভাগীয় আদায়"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে টোল আদায়ের পদ্ধতি;

(১৯) **"পিপিপি"** অর্থ সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্ব যাতে সরকারের প্রতিনিধি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২০) **"টোল প্লাজা"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য নির্ধারিত স্থাপনা, সরঞ্জাম, আইসিটি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও সংলগ্ন এলাকা;

(২১) **"টোল সড়ক"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত টোলযোগ্য সড়ক;

(২২) **"সরঞ্জামাদি"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার ইত্যাদি;

(২৩) **"নির্ধারিত পদ্ধতি"** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি;

(২৪) **"আর এফ আইডি ট্যাগ"** অর্থ যানবাহনের তথ্য প্রাপ্তি ও টোল আদায়ে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ট্যাগ;

(২৫) **"স্মার্ট কার্ড"** অর্থ টোল প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক কার্ড;

(২৬) **"টাচ এন্ড গো সিস্টেম"** অর্থ টোল প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি;

(২৭) **"ইটিসি"** অর্থ টোল আদায়ের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি;

(২৮) **"সেতুর দৈর্ঘ্য"** অর্থ সেতুর এক এবাটমেন্ট থেকে অন্য এবাটমেন্ট এর দূরত্ব;

(২৯) **"অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট বা ও এন্ড এম অপারেটর"** অর্থ এ টোল আদায় পদ্ধতি পরিচালনার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান; এবং

(৩০) **"ইজারাদার"** অর্থ ইজারা পরিচালনার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

৪। **উদ্দেশ্য**

৪.১ বর্তমান টোল আদায় পদ্ধতি স্বচ্ছ, আধুনিক ও যুগোপযোগী করা;

৪.২ টোল আরোপযোগ্য সড়ক, টোল সড়ক, সেতু, উড়ালসেতু, ফেরি, টানেল ও অন্যান্য স্থাপনা চিহ্নিত করা;

৪.৩ সমন্বিত টোল হার হালনাগাদ করা;

৪.৪ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করা; এবং

৪.৫ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা।

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৫। **টোল আরোপযোগ্য স্থাপনা**

৫.১ সড়ক

৫.১.১ এক্সপ্রেসওয়ে/গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, সীমান্ত মহাসড়ক এবং জেলা মহাসড়ক এবং

৫.১.২ টোল সড়ক।

৫.২ সড়ক সেতু

৫.২.১ ফেরির স্থলে নির্মিত স্থায়ী সেতু;

৫.২.২ ২০০ (দুইশত) মিটারের অধিক দৈর্ঘ্যের স্থায়ী সেতু; এবং

৫.২.৩ কোন স্থানে যদি একটি টোলমুক্ত সেতু বিদ্যমান থাকে এবং পরবর্তীতে যদি সেই সেতুটির স্থলে নতুন সুবিধালব্ধ আরেকটি সেতু নির্মিত হয় তাহলে সেই স্থানের পূর্বের সেতুটি টোলমুক্ত হলেও নতুন সুবিধালব্ধ সেতুটি যদি টোল আরোপযোগ্য নির্ণায়কসমূহের আওতাভুক্ত হয় তবে তা টোল আরোপযোগ্য হবে।

৫.৩ উড়ালসেতু

৫.৩.১ সরকার কর্তৃক টোল আদায়ের জন্য নির্ধারিত উড়ালসেতু।

৫.৪ ফেরি

৫.৪.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সকল ফেরি।

৫.৫ অন্যান্য স্থাপনা

৫.৫.১ টানেল;

৫.৫.২ পিপিপি'র আওতায় নির্মিত এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থাপনা ও সড়ক; এবং

৫.৫.৩ সরকার ঘোষিত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সংযুক্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যে কোন স্থাপনা।

৬। **আদায়কৃত টোল জমাকরণ**

৬.১ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল' এ টোল বাবদ আদায়কৃত অর্থ নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে; **বিলুপ্ত**

৭। **টোল আদায় পদ্ধতি**

৭.১ অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম)

৭.২ ইজারা

৭.৩ বিভাগীয়

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৭.১ **অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ও এন্ড এম) পদ্ধতি**

৭.১.১ অপারেটর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ৩ (তিন) বছরের জন্য ফি এর ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তবে কৃতকার্য অপারেটরকে "গুরুত্বপূর্ণ সড়ক" এর ক্ষেত্রে বিগত বছরের দৈনিক গড়ের ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং অন্যান্য শ্রেণির সড়কের ক্ষেত্রে ৯০ (নব্বই) দিনের আদায়কৃত সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে;

৭.১.২ সরকার নির্ধারিত হারে যানবাহনভিত্তিক টোল আদায় করা হবে;

৭.১.৩ টোল হিসেবে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এ চালানমূলে সংশ্লিষ্ট কোডে (১৪২১৩০৩-সেতুর ওপর টোল, ১৪২১৩০৪-সড়কের ওপর টোল এবং ১৪২১৩০৫-ফেরির ওপর টোল) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে এবং প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে যথাসময়ে জমা দিতে হবে;

৭.১.৪ অপারেটর কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যে (কোটেড ফি) পরিচালন বাজেট হতে অপারেশন ফি নির্বাহ করা হবে। প্রাপ্য ফি এর মধ্যে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে। তবে কোন মাসে পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের আদায়ের চেয়ে কম টোল আদায় করা যাবে না। আদায়কৃত কম অর্থ পরবর্তী মাসে অপারেটরের জামানত থেকে কর্তন করে সমন্বয় করা হবে;

৭.১.৫ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রতিটি টোল প্লাজায় বছরে কমপক্ষে দুই বার ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভে করবে। সার্ভে রিপোর্টের সাথে টোল আদায়ের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৭.১.৬ আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এ চালানমূলে সরকারি কোষাগারে আবশ্যিকভাবে আদায়ের তারিখের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে;

৭.১.৭ টোল আদায়ের জন্য টোল স্থাপনা, সরঞ্জামাদি, সফটওয়্যারসহ আইসিটি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সরবরাহ করবে এবং নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা একই অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকবে;

৭.১.৮ টোলভুক্ত সেতু এবং সেতুর এপ্রোচ, টোল প্লাজা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে;

৭.১.৯ পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেম (আর এফ আইডি ট্যাগ, স্মার্ট কার্ড, টাচ এন্ড গো সিস্টেম, জিপিএস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চালু করা হবে;

৭.১.১০ টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের সময় ও শ্রেণি উল্লেখ করে আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট অপারেটর ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর এতদ্‌সংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৭.১.১১ টোল আদায় কার্যক্রম সার্বক্ষণিক অনলাইন মনিটরিং এর জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.১.১২ মন্ত্রণালয় হতে একই অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে টোল আদায় মনিটরিং করা হবে। অপারেশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিকল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য ব্যাকআপ ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং

৭.১.১৩ টোল আইন, ১৮৫১ অনুযায়ী টোল প্লাজায় আইন শৃঙ্খলার অবনতি/কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধানে পুলিশ সহযোগিতা করার বিষয়টি বলবতৎ থাকবে। আধুনিক, ডিজিটাল ও সার্বিক কারিগরি সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো এবং এর যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে টোল প্লাজা নির্মাণ করতে হবে।

৭.২ **ইজারা**

৭.২.১ "ও এন্ড এম" পদ্ধতিতে টোল আদায়ের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত উন্মুক্ত ইজারা ডাক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে;

৭.২.২ সকল ক্ষেত্রে ইজারার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য প্রমিত ইজারা দলিল অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে প্রমিত ইজারা দলিল হালনাগাদ করা যাবে;

৭.২.৩ ইজারা চুক্তির মেয়াদ অনধিক ০৩ (তিন) বছর হবে এবং অর্থ বছর অনুসরণে ইজারা প্রদান করতে হবে;

৭.২.৪ চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৪ (চার) মাস পূর্বে নতুন ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু এবং ১ (এক) মাস পূর্বে ইজারাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে;

৭.২.৫ ট্রাফিক কাউন্ট সার্ভের মাধ্যমে যানবাহনের শ্রেণি অনুযায়ী সংখ্যা নিরূপণ করে ইজারার সম্ভাব্য ভিত্তি মূল্য নির্ধারিত হবে;

৭.২.৬ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হবে;

৭.২.৭ ইজারার নিরাপত্তা জামানত ৬ (ছয়) মাসের প্রদেয় ইজারা মূল্যের সমপরিমাণ হবে;

৭.২.৮ ইজারার বিপরীতে প্রদেয় আয়কর, ভ্যাট, সারচার্জ, লেভি ইত্যাদি ইজারাদার কর্তৃক পরিশোধিত হবে;

৭.২.৯ নতুন টোল হার চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কার্যকর হবে;

৭.২.১০ টোল ঘর অতিক্রমকারী যানবাহনের শ্রেণি, সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ করে পাক্ষিক প্রতিবেদন ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এতদসংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন; এবং

৭.২.১১ ইজারা সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং মেয়াদ নির্বিশেষে ইজারা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হবেন অধিদপ্তর প্রধান অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

৭.৩ **বিভাগীয়**

৭.৩.১ বিভাগীয় টোল আদায় নিরুৎসাহিত করা হবে। কোন কারণে ইজারাদার নিয়োগ করা সম্ভব না হলে অথবা কোন কারণে নিয়োগকৃত ইজারাদার টোল আদায়ের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে বিভাগীয় পদ্ধতির মাধ্যমে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;

৭.৩.২ বিভাগীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

৭.৩.৩ আদায়কৃত অর্থ হতে প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি, সারচার্জ ইত্যাদি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে যথাসময়ে জমা দিতে হবে;

৭.৩.৪ দৈনিক আদায়কৃত টোলের অর্থ পরবর্তী দিন ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর উপ-বিভাগীয় কার্যালয় পরিচালিত ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে হবে। প্রতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করে এ চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;

৭.৩.৫ আদায়কৃত টোলের হিসাব সম্বলিত পাক্ষিক প্রতিবেদন আদায়কারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রধান প্রকৌশলী এতদ্‌সংক্রান্ত একীভূত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৭.৩.৬ বিভাগীয় টোল আদায়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সড়ক মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের পিরিয়ডিক মেইন্টেন্যান্স প্রোগ্রাম (বিভাগীয় শ্রমিক মজুরি) খাত হতে টোল আদায় সংশ্লিষ্ট সহায়তামূলক কার্যাদির ব্যয় নির্বাহ করা যাবে; এবং

৭.৩.৭ জরুরি ক্ষেত্রে বিভাগীয়ভাবে টোল আদায়ের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮। **টোল নির্ধারণে বিবেচ্য**

৮.১ **সড়কের ধরণ**

সড়কের ধরণ অনুযায়ী স্থাপনাসমূহের টোলের হার নির্ধারিত হবে। সড়কের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপঃ

(ক) এক্সপ্রেসওয়ে
(খ) জাতীয় মহাসড়ক;
(গ) আঞ্চলিক মহাসড়ক;
(ঘ) সীমান্ত মহাসড়ক;
(ঙ) জেলা মহাসড়ক;
(চ) টোল সড়ক;
(ছ) পিপিপি'র ভিত্তিতে নির্মিত সড়ক ও স্থাপনা; এবং
(জ) ঘোষিত অন্য যে কোন স্থাপনা।

৮.২ **টোল হার নির্ধারণের ভিত্তি**

৮.২.১ একই প্রকৃতির সমজাতীয় সড়ক ও স্থাপনার ক্ষেত্রে টোলের হার একই হবে;

৮.২.২ সড়ক, সেতু, স্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ডিজাইন লাইফ, যানবাহনের সংখ্যা, আকার, সড়কের শ্রেণি (ট্রাফিক ফ্লিট), প্রযোজ্য বিভিন্ন কর, ভ্যাট, শুল্ক, লেভি সারচার্জ ইত্যাদির ভিত্তিতে টোল হার নির্ধারিত হবে;

৮.২.৩ টোল সড়কের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারের ভিত্তিতে টোল হার নির্ধারিত হবে। সেতু ও ফেরির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের স্তর বিন্যাস নিম্নরূপ হবে;

দৈর্ঘ্যের স্তর (মিটার)	> ১০০০	৭৫১-১০০০	৫০১-৭৫০	২০১-৫০০

৮.২.৪ অল্প দূরত্বের মধ্যে দুই বা ততোধিক সেতুর অবস্থান হলে যানজট হ্রাসকল্পে দুই বা ততোধিক সেতুর টোল যে কোন সেতুতে একত্রে আদায় করা যাবে; এবং

৮.২.৫ ফেরির স্থলে স্থায়ী সেতু নির্মিত হলে সেতুর দৈর্ঘ্য ২০০ মিটারের কম হলেও ফেরির জন্য নির্ধারিত হারে কমপক্ষে ১ বছর টোল আদায় করতে হবে।

৮.৩ **যানবাহনের শ্রেণি**

যানবাহনের শ্রেণি	যানবাহনের ধরণ	যানবাহনের বর্ণনা
ক.	ট্রেইলার	কন্টেইনার/ভারী যন্ত্রপাতি/ ভারী মালামাল/ সরঞ্জাম পরিবহন সক্ষম যান
খ.	হেভী ট্রাক	তিন বা ততোধিক এক্সেল বিশিষ্ট ট্রাক, কাভার্ড ট্রাক/ ভ্যান, কন্টেইনারবাহী ট্রাক এবং অনান্য আর্টিকুলেটেড যানবাহন
গ.	মিডিয়াম ট্রাক	দুই এক্সেল বিশিষ্ট রিজিড ট্রাক/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টর এবং ট্রেইলার
ঘ	বড় বাস	চালক ব্যতীত ৩১ অথবা তদুর্ধ্ব আসন বিশিষ্ট মোটরযান
ঙ.	মিনি ট্রাক	৩ টন পর্যন্ত পে-লোড ধারণে সক্ষম যানবাহন
চ.	কৃষি কাজে ব্যবহৃত যান	পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি
ছ.	মিনিবাস/কোস্টার	চালক ব্যতীত অনধিক ৩০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী মোটরযান
জ.	মাইক্রোবাস	চালক ব্যতীত অনুন্য ৮ এবং অনধিক ১৫ জন যাত্রী বহনের উপযোগী মোটরযান
ঝ.	ফোর হুইল চালিত যানবাহন	পিক-আপ, কনভারশনকৃত জীপ, রেকার, ক্রেন ইত্যাদি
ঞ.	সিডান কার	ব্যক্তিগত এবং ভাড়ায় চালিত সকল সিডান কার
ট.	৩/৪ চাকার মোটরইজড যান	অটো টেম্পো, সিএনজি, অটোরিক্সা, অটোভ্যান, ব্যাটারি চালিত ৩/৪ চাকার যে কোন ধরণের মোটরাইজড যান
ঠ.	মটর সাইকেল	দুই চাকা বিশিষ্ট যন্ত্রচালিত যান
ড.	রিক্সা ভ্যান	মালামাল/যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত রিক্সা ভ্যান
	রিক্সা	তিন চাকার যাত্রীবাহী সাইকেল রিক্সা
	বাইসাইকেল	প্যাডেলযুক্ত দ্বিচক্রযান
	ঠেলাগাড়ী	পশু ও হাতে চালিত টানা/ঠেলাগাড়ী

৮.৪ **যানবাহনের শ্রেণিভেদে টোল হার**

৮.৪.১ **টোল সেতু**

৮.৪.১.১ সড়কের শ্রেণিভেদে ভিত্তি টোল নিম্নরূপ হবে;

সড়কের শ্রেণি	ভিত্তি টোল (টাকায়)
এক্সপ্রেসওয়ে/গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক	৪০০
জাতীয় মহাসড়ক	৩০০
আঞ্চলিক মহাসড়ক	২০০
সীমান্ত মহাসড়ক	২০০
জেলা মহাসড়ক	১০০

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮.৪.১.২ যানবাহনের শ্রেণিভেদে টোল হার নিম্নরূপ হবে:

যানবাহনের শ্রেণি	ক	খ	গ (ভিত্তি হার)	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
টোল হারের অনুপাত	২৫০%	২০০%	১০০%	৯০%	৭৫%	৬০%	৫০%	৪০%	৪০%	২৫%	১০%	৫%	২.৫%

৮.৪.১.৩ সেতু দৈর্ঘ্যের স্তরভেদে টোল হার নিম্নরূপ হবে;

সেতুর দৈর্ঘ্য	টোল হার
দৈর্ঘ্য: > ১০০০ মিটার	১২৫%
দৈর্ঘ্য: > ৭৫১-১০০০ মিটার	১০০%
দৈর্ঘ্য: > ৫০১-৭৫০ মিটার	৭৫%
দৈর্ঘ্য: > ২০১-৫০০ মিটার	৫০%

৮.৪.১.৪ সেতুর টোল নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে নির্ধারণ করতে হবে:

সূত্র : সড়কের শ্রেণির ভিত্তিতে ভিত্তি টোল X যানবাহনের শ্রেণির ভিত্তিতে টোল হার X সেতুর দৈর্ঘ্যের স্তর ভেদে টোল হার = টোল

উদাহরণ : ক) জাতীয় মহাসড়কে ৫০১-৭৫০ দৈর্ঘ্য স্তরের সেতুর ক্ষেত্রে ঘ শ্রেণির যানবাহনের টোল নির্ধারণ-
ভিত্তি টোল (৩০০ টাকা) X ঘ শ্রেণির যানবাহনের টোল হার (৯০%) X সড়ক সেতুর দৈর্ঘ্যের স্তর (৫০১-৭৫০ মিটার) এর টোল হার (৭৫%) = টোল

৩০০ টাকা X ০.৯০ X ০.৭৫=২০২.৫০ টাকা অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৮.৫ অনুযায়ী ২০০.০০ টাকা

খ) জেলা সড়কে ২০১-৫০০ দৈর্ঘ্য স্তরের সেতুর ক্ষেত্রে ঙ শ্রেণির যানবাহনের টোল নির্ধারণ-
ভিত্তি টোল (১০০ টাকা) X ঙ শ্রেণির যানবাহনের টোল হার (৭৫%) X সড়ক সেতুর দৈর্ঘের স্তর (২৫১-৫০০ মিটার) এর টোল হার (৫০%) = টোল

১০০ টাকা X ০.৭৫ X ০.৫০=৩৭.৫০ টাকা অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৮.৫ অনুযায়ী ৪০.০০ টাকা

৮.৪.২ **টোল সড়ক**

৮.৪.২.১ সড়কের শ্রেণিভেদে ভিত্তি টোল নিম্নরূপ হবে;

সড়কের শ্রেণি	ভিত্তি টোল (টাকা/কিলোমিটার)
এক্সপ্রেসওয়ে/ গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক	২.০০
জাতীয় মহাসড়ক	১.৫০
আঞ্চলিক মহাসড়ক	১.০০
সীমান্ত মহাসড়ক	১.০০
জেলা মহাসড়ক সড়ক	০.৫০

শহিদুল ইসলাম

৮.৪.২.২ যানবাহনের শ্রেণিভেদে টোল হার;

যানবাহননের শ্রেণি	ক	খ	গ (ভিত্তি হার)	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড
টোল হারের অনুপাত	২৫০%	২০০%	১০০%	৯০%	৭৫%	৬০%	৫০%	৪০%	৪০%	২৫%	১০%	৫%	২.৫%

৮.৫ **টোল পরিশোধের ক্ষেত্রে কারেন্সী নোট এর সহজলভ্যতা**

টোল পরিশোধের ক্ষেত্রে কারেন্সী নোট এর সহজলভ্যতার কথা বিবেচনা করে টোলের পরিমাণ ১০ (দশ) টাকার গুণিতক হিসাবে ধার্য করা হবে।

৮.৬ **ন্যূনতম টোলের পরিমাণ**

কোন ক্রমেই টোলের পরিমাণ ১০.০০ টাকার কম হবে না।

৮.৭ **পিপিপি এর আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহ**

পিপিপি এর আওতায় নির্মিত স্থাপনাসমূহের টোল আরোপ, আদায় পদ্ধতি ও হার সরকার এবং অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হবে।

৮.৮ **বিশেষ বিবেচনায় টোল হার, হ্রাস, বৃদ্ধি, মওকুফ ইত্যাদির ক্ষমতা**

৮.৮.১ স্থাপনার অবস্থান (মহানগর, পৌরসভা, বিচ্ছিন্ন এলাকা); ভৌগোলিক অবস্থান; আর্থ-সামাজিক অবস্থা (উন্নত/অনুন্নত) বিবেচনায় সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টোল হার, হ্রাস, বৃদ্ধি, মওকুফ করতে পারবে;

৮.৮.২ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত গাড়ীতে টোল অব্যাহতি পাবেন; এবং

৮.৮.৩ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন শ্রেণি বা গ্রুপের বাহনের টোল মওকুফ করতে পারবে।

৮.৯ **স্টীকার ব্যবহারের সুযোগ**

৮.৯.১ টোল স্থাপনার কাছাকাছি বসবাসরত এলাকাবাসী যানবাহনের অনুমোদিত স্টীকার ব্যবহার করে মাসিক ভিত্তিতে টোল পরিশোধ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে দৈনিক একবার আসা এবং যাওয়ার ভিত্তিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের হিসেবে টোল নির্ধারিত হবে; এবং

৮.৯.২ সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি যানবাহন অনুমোদিত বিশেষ স্টীকার ব্যবহার করে স্ব-স্ব টোল অধিক্ষেত্রে চলাচল করতে পারবে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯। **ভিত্তি টোল ও টোল হার নির্ধারণ**

অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে ভিত্তি টোল ও টোল হার সংশোধন করতে হবে। তবে ভিত্তি টোল ও টোল হার একবার চূড়ান্ত হওয়ার পর এ নীতিমালার আলোকে ভিত্তি টোল ও টোল হার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহনের টোল সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সূত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত করবে।

১০। **টোলের হার বৃদ্ধি ও যৌক্তিকীকরণ**

অর্থ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনে ভিত্তি টোল ও টোল হার সংশোধন ও যৌক্তিকিকরণ করা যাবে। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর ভিত্তি টোল বা টোল হার বা উভয়ই সংশোধন ও যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

ভিত্তি টোল হার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, ভিত্তি বছরের ভোক্তা মূল্য সূচকের সাথে বর্তমান (যে মাস হতে সমন্বয় করা হবে তার আগের মাসের) সময়ের ভোক্তা মূল্য সূচকের পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিতে হবে, তবে এ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার ভোক্তা মূল্য সূচকের পরিবর্তনের ৩০% (শতকরা ৩০ ভাগ) এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ভিত্তি টোল হার সমন্বয়ের সূত্রটি হবে নিম্নরূপ:

সমন্বয়কৃত টোল = ভিত্তি টোল+(বর্তমান অর্থ বছরের ভোক্তা মূল্য সূচক-ভিত্তি অর্থ বছরের ভোক্তা মূল্য সূচক)/ ভিত্তি অর্থ বছরের ভোক্তা মূল্য সূচক *ভিত্তি টোল*০.৩০
বাংলাদেশ পরিসংখ্যনা ব্যুরো হতে ভোক্তা মূল্য সূচকের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
উদাহরণ:
টোল সেতুর ক্ষেত্রে জাতীয় মহাসড়কের সেতুর ভিত্তি টোল ২০১৪ তে ছিল ৩০০ টাকা।
তাহলে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে সমন্বয়কৃত টোল নিম্নরূপে নির্ণয় করা হবে:
পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০১৪ সালে ভোক্তা মূল্য সূচকের মান ছিল ১৬৭.২০
পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভোক্তা মূল্য সূচকের মান ছিল ১১৯.৩১ তবে ২০২১-২২ এ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ভিত্তি বছর পরিবর্তন করায়, এ সূচকের মান ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরে পরিবর্তন করে নিলে এর মান দাঁড়ায় ৩১৩.০০*১.১৯৩১=৩৭৩.৪৪০৩
তাহলে,
সমন্বয়কৃত টোল= ভিত্তি টোল+(২০২৪ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি মাসের ভোক্তা মূল্য সূচক-২০১৪ অর্থ বছরের ভোক্তা মূল্য সূচক)/ ২০১৪ অর্থ বছরের ভোক্তা মূল্য সূচক*০.৩০
=৩০০+(৩৭৩.৪৪০৩-১৬৭.২০)/১৬৭.২০*৩০০*০.৩০
=৩০০+১.২৩৩৫*৩০০*০.৩০
=৩০০+১১১.০১৪৫
=৪১০

১১। **টোল নীতিমালা সংশোধন**

সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার